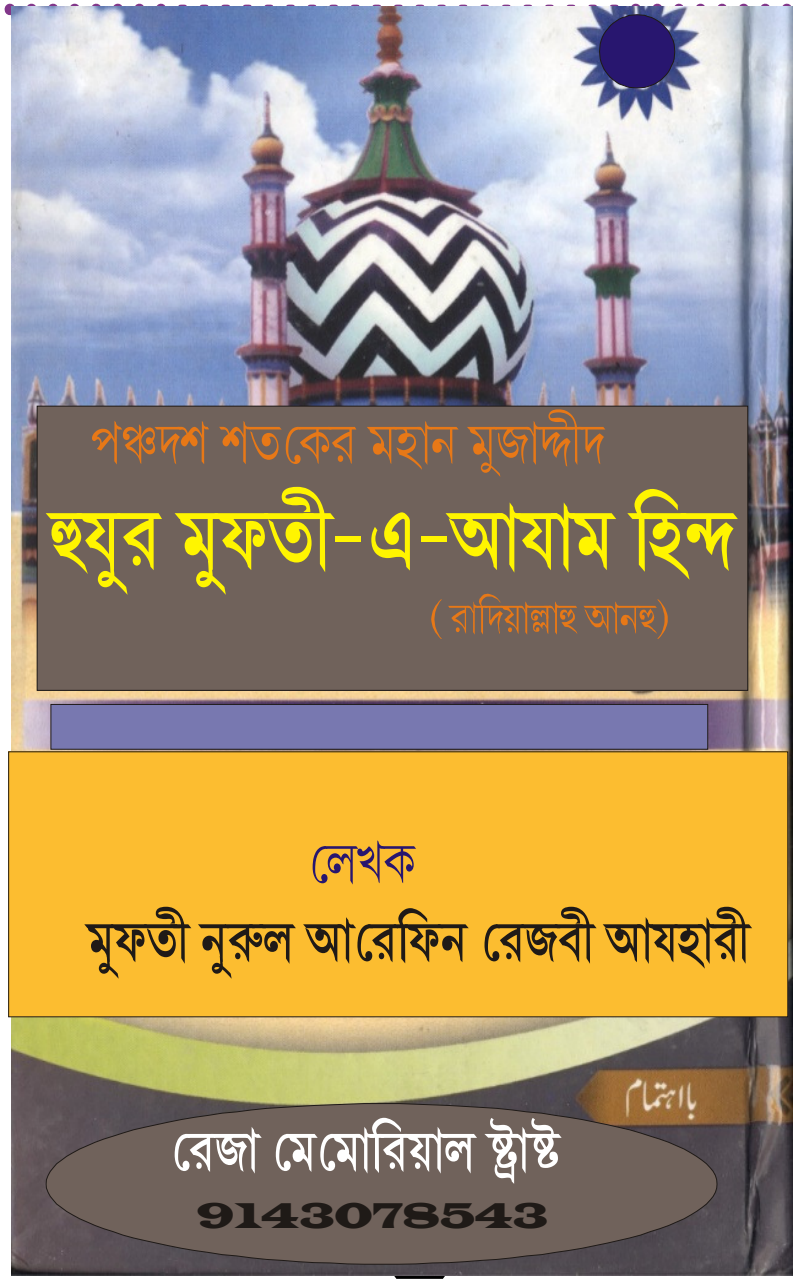

পঞ্চদশ শতকের মহান মুজাদ্দীদ

হুযুর মুফতী-এ আযাম হিন্দ

রাদিয়াল্লাহু আনহু

লেখক

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

[M.A(Arabic),Research(theology)
Azhar University,Cairo,Egypt;
English(Diploma)America University,Cairo]

সহযোগীতা

রেজা মেমোরিয়াল ষ্ট্রাষ্ট,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দঃ২৪পরগনা

ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯১৪৩০৭৮৫৪৩

পুস্তকের নাম ঃ- হুযুর মুফতী-এ-আযাম হিন্দ
লেখকের নাম - নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী
প্রথম প্রকাশঃ-১০ মহরম,১৪৪০হিজরী (অক্টোবর ঃ ২০১৮)

টাইপ সেটিং-ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী,বর্ধমান
পরিবেশনায়ঃ-রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট

হাদীয়া ঃ- খাস দোওয়া

বিশেষ সতর্কীকরণ
এই পুস্তকের কপি রাইট রেজা মেমোরিয়ালে ট্রাষ্টের সর্বসত্ব সংরক্ষিত, পুস্তকের নকল কপি ছাপানো আইনত দন্ডনীয় ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার পুস্তকগুলি সঠিকভাবে পাঠ করে যারা উপকৃত হোন এবং যারা আমাকে লেখনীর প্রেরণা যোগান।

সূচিপত্র

১.পুস্তক প্রণয়নের কারণ	7
২. মুফতীয়ে আযাম	9
৩আল্লাহর ওলীদের যিকর করার ফায়দা	10
৪: আম্বিয়াকেরামের বংশধর	12
৫ হুযুরের পূর্বাভাষ	13
৬.জন্ম লগ্ন	13
৭.জন্মস্থান	14
৮. জন্মের পূর্বাভাষ	14
৯ সাইয়েদুলমাশাযেখের শুভসংবাদ	15
১০ আক্বীক্বা	15
১১ বাইয়াত	15
১২. হুযুর আলা হযরতের প্রশংসা গীতি	16
১৩তাসমীয়া খানী	16
১৪.ওস্তাদের স্বীকার উক্তি	16
১৫. প্রাথমিক শিক্ষালাভ	16
১৬.গওসে পাকের ছায়া	17
১৭ জ্ঞান-গরীমায় অসাধারণ দক্ষতা	19
১৮.ছাত্র অবস্থাতে কারামাত	20
১৯.শিক্ষা প্রদান	20
২০. মুফতী আযাম খেতাব	20
২১.লেখনী	21
২২.পানির অযথা খরচ থেকে সাবধানতা	21
২৩ফুঁক দেওয়ার ফলে ক্যনসার দুরীভূত হলঞ্জ	

হুযুর মুফতী-এ আযাম হিন্দ

২৪.ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা	22
২৫.মুফতী ইযাযত	22
২৬.শাগরিদ ও ছাত্র বগ	23
২৭.নফতওয়া লেখনীঃ	24
২৮. ফতওয়া লেখনীর চর্চা	24
২৯.হুযুব মুফতী-এ-আযাম ও ফতওয়া লেখনীঃ	25
৩০.একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া লেখনী	25
৩১.হুযুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	27
৩২. বদ আমলদের খন্ডনে হুযুর মুফতী-এ-আযাম	28
৩৩. হুযুর হাফিযে মিল্লাতের এক অমীয় বাণী	29
৩৪.কুতুবে মাদিন বর্ণনা	29
৩৫.কারামাত	29
৩৬. মৃত বাচ্চা জীবিত হয়ে হাসতে লাগল	30
৩৭. একটি জবরদস্ত কারামাত	32
৩৮.একই সময়ে অধিক স্থানে অবস্থান	34
৩৯. অন্তরের খবর সর্ম্পকে অবগত	35
৪০. অদৃশ্য মানব ও জিন্নাতের হালাত সম্পর্কে অবগত	35
৪১. হুযুর মুফতী-এ-আযাম ও সত্য বাদন্যতা	36
৪২. তাক্বওয়া	39
৪৩.বারগাহে রিসালাতের প্রতি আদাবঃ-	40
৪৪.ওফাত ও জানাযা	40
৪৫. যাঁরা যাঁরা গোসল দিয়েছিলেন	40
৪৬. গোসল দেওয়ার সময় কারামাত	41
৪৭.জীবনপঞ্জী	42

এই পুস্তক প্রণয়ণের কারণ

২০১৬ সালের ১৫ই অক্টোবর প্রথমবার আমার উরসে নুরীতে হাযীরি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু আগন্তুকের আগমন ঘটেছে । রেজবী খানকার যোগ্যতম পীর ও মুর্শিদরা সকলে অতিথি অ্যাপায়নের শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বেরেলী শহর যেন সত্যই কোন এক নতুন ঐতিহ্যে মুখরিত হয়ে উঠেছে । রাস্তা ঘাট, বিশেষ করে সাওদাগারান মহল্লায় যেন এক খুশির জোয়ার দেখা দিয়েছে । চারিদিকে জালসা ও উরষের মহফিলের সাজ সাজ রব । দেখে মনে হয় কোন এক মহামানবের আগমন ঘটবে। হ্যাঁ,সত্যিই -তবে তা রুহানি আগমন। ইনি হলেন বর্তমান শতকের মহান মুজাদ্দিদ তথা মুফতীয়ে আযাম ও আলামে ইসলাম হুযুর মুস্তাফা রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু। যদিও এই প্রথমবার হাযীরির পূর্বে হুযুরের পবিত্র নাম শুনেছি এবং পড়েছি কিন্তু তা যৎসামান্য । আমরা স্বল্প জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কে মুফতী এমনকী মুফতী আযামে বাংগাল প্রভৃতি লাকাব লাগাতেও দ্বীধা করিনা অথচ এত বড় মুফতী যাঁর বেলায়াতে কোন সন্দেহ নেই। যার জালওয়া দেখার পর মুরিদদের বিশ্বে আর কারও জালওয়াচোখে ধরে না। খলিফায়ে হুযুর মুফতীয়ে আযাম হুযুর জামালুল ওলামা জামালে মিল্লাতের ভাষায় তহুযুর মুফতীয়ে আযাম কে দর্শনের জালওয়া আবার বিশ্ব ক্বীয়ামতের পূর্বে ইমাম মেহেদী ও হযরতে ঈসা আলাইহি সালামের আগমনের মাধ্যমে দেখবে।দ যিনি সারা জীবন ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন , হুযুর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত প্রেমের স্বাদ বিশ্ববাসী কে অনুভূত করিয়েছিলেন,অথচ তাঁর সম্পর্কে লোকেরা বিশেষত বাংলা ভাষাভাষীর লোকেরা কিছু জানবে না, তা কেমন করে হতে পারে। এই সব কারনে সেই মহা মানব সম্পর্কে সাধারণদের পরিচিতি করানোর জন্য এই পুস্তকের লেখার প্রয়োজন অনূভুব করি। বেরিলী শরীফ হতে ফেরার পথে মীর্জা আব্দুল ওয়াহিদ বেগ লিখিত হায়াতে মুফতীয়ে আযাম পুস্তকটি সংগ্রহ করি । যা আমাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ যে, তিনি যেন এই অতুলনীয় মহা মানবের ছায়া আমাদের উপর সর্বদা বিরাজমান রাখেন। (আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন)

উৎসর্গ

আমি আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী আমার সমস্ত ওস্তাদ বিশেষ করে ক্বায়েদে আহলে সুন্নাত হুযুর হাশিম রেজা সাহেব,মুফতী জহরুল আলম সাহেব,আব্দুল হক্ব সাহেব এবং মাষ্টার সলিমুল্লাহ রেজবী সাহেবের রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে সমর্পন করলাম।

মুফতী-এ-আযাম

মু ঃ–মুজাদ্দীদ ইবনে মুজাদ্দীদ তুমি হলে মুফতী-এ-আযাম,

ফ ঃ–ফতওয়ার বাহার দেখেছে -আরব,ইরাক,দুবাই ও শাম।

তী ঃ–তীরের ন্যায় বাতিলদের খন্ডনে উঠিয়েছ কলম,

এ ঃ– এলে ধরায় খান্দানে রেজায় হয়ে নায়েবে গওসে আযাম।

আ ঃ–আলা হযরাতের মাসলাক, সঠিক তার দিলে পরিচয়,

যা ঃ–যারা ছিল বাতিল হেনেছো আঘাত কবোনি কোন ভয়।

ম ঃ– মজবুত করে সুন্নীদের,এনেছো তাদের সর্বদায় জয়।।

পটভূমি

হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু পঞ্চদশ শতকের মহান মুজ্জাদ্দিদ ছিলেন। আর যারা মুজাদ্দীদ হন তাদের বেলায়াতের ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। এখন অনেকের মধ্যে একটা প্রশ্ন দাগ কাটতে পারে-আল্লাহর ওলীদের যিক্‌র করার কারণ কি? কিংবা তাদের যিক্‌র বা স্মরণ করে আমাদের উপকার কি আছে? আসুন সর্বপ্রথমে এই সংশয়কে দূর করি ।

আল্লাহর ওলীদের যিক্‌র করে উপকার কি?

হযরাত ইমাম আব্দুর রহমান সাফুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় নুযহাতুল মাজালিস নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ওলি কুলের শিরমণী হযরাত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কে বহু সংখ্যক লোক জিজ্ঞাসা করেন-ওলীদের,সালেহীন দের যিক্‌র করা,শোনা এবং প্রচার করা কিরূপ?

তিনি উত্তর দিলেন,তাঁরা হলেন আল্লাহর সৈন্যদের অর্ন্তভূক্ত। যাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অবস্থার উন্নতি ঘটে। অন্তরে প্রশান্তি আসে। ক্রিয়া-কর্মে,ধ্যান-ধারণায় নতুন প্রেরণা জন্মায়।

এই উত্তরের পরিপেক্ষিতে দলীল চাওয়া হলে তিনি কোরান শরীফের সুরা হুদের আয়াত উদ্ধৃত করে উত্তর দেন-আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,"হে মাহবুব!আমি অন্যান্য নাবীদের ঘটনা বর্ণনা করবো যার দ্বারা তোমার অন্তর মজবুত হবে।"

অর্থাৎ,উক্ত ঘটনা সমূহ দ্বারা অন্তর খুশিতে আপ্লুত হয়ে যাবে এবং আপনি অন্তরে সুখ উপভোগ করবেন।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন, সালেহীন দের চর্চা করো। যার দ্বারা তোমাদের উপর বরকত নাযীল হবে।

অপর এক হাদীস শরীফে আক্বা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন, সালেহীনদের (ওলীদের) চর্চার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযীল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ

حَمَلَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

হুযুর মুফতীয়ে আযাম হিন্দ

পটভূমিঞ্ঝ-হুযুর মুফতীয়ে আযাম হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশের পূর্বাবস্থা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের ভারতবর্ষ আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করলেও সবচেয়ে গ্রহন যোগ্য মত যা মালিকুল ওলামা মাওলানা জাফরুদ্দিন বিহারী আলাইহির রহমার হায়াতে আলা-হযরতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তা হল এরূপ - হুযুর মুফতীয়ে আযাম ও আলা হযরতের পূর্বপুরুষ জনাব সুজাআত জাংগ মুহাম্মাদ সাইদুল্লাহ খাঁ সাহাব নাদির শাহ আবদালির সহিত মুহাম্মাদ শাহ বাদশাহর রাজত্বের সময় ১৭৩৯ খৃঞ্ঝ ভারতবর্ষে আসেন। নাদির শাহ দিল্লীর বাদশাহ কে পরাজিত করে নিজের তাবেদার করে পূনরায় আফগানিস্থানে ফিরে যান । কিন্তু মুহাম্মাদ সাইদুল্লাহ সাহাব আফগানিস্থানে ফিরে না গিয়ে ভারত বর্ষেই বসতি স্থাপন করেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে উপঢৌকন সহ লাহরের শিশ মহল জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। এই মুহাম্মাদ সাইদুল্লাহ সাহাবই হলেন আলা হযরতের ঐ পূর্বপুরুষ যিনি সর্বপ্রথম আফগানিস্থান হতে ভারতবর্ষে পদার্পন করেন। হযরত আদম আলাইহি সালাম হতে হুযুর মুফতীয়ে আযাম পর্যন্ত বংশ শৈলী নিচে বর্ণনা করা হলঞ্ঝ-

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশ শৈলী

হযরত আদাম আলাইহিস্ সালাম-হযরত শিশ্ আলাইহিস্ সালাম-আনুশ

-ক্বীনান–মাহলাহিল-বায়ারুদ-হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম-মুলক মুতালা শাখ-লালাক-হযরত নুহ আলাইহিস সালাম-সাম-আর ফাখশাদ-শালিখ-আবির-হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম-শুরুও ইয়া আশরাগ-মাখুদ ইয়া নাহুর-তারেহ-খলিলুল্লাহ সাইয়েদুনা ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম-হযরত সাইয়েদুনা ইসহাক আলাইহিস্ সালাম-হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-ইয়াহুদা-রুইয়িল-তালাস-উৎবা-ক্বাইস-সারদাল মুক্বালাব বা মালিকে ত্বালুত-আফগানা ইয়া আরমিয়া-সালিম ইয়া সিল্ম -মানদুল-আরযানদ-তারুজ-আমিল-লুউই-তালাল-সাহাব-আবি-ক্বামার-হারুন-আশমুল-ইল্ম ইয়া আলিম-ক্বাবল-মুতহাল-হাদিফা-উম্মাল-কারাম -ফাইলুল-আযাম-শের-ক্বালজ-নুসরাত-মুখল-শারুদ-আসআস-আকরাম-নাইম-আশমুয়াইল-নসর-ক্বারুন-সিলাহ-শালাম-বাহলুল-উনাইস-যামান মালিক আসকান্দার-মালিক জলন্দর- মাররা-নইম-উৎবা-সালাল- আইস-হযরত ক্বাইস্ আব্দুর রাশিদ-ইব্রাহীম ইবনে সাড় বিন-শারফুদ্দিন উরফ শাবহাবুন-বারহিচ-দাউদ খান-বদল খাঁ-দৌলাত খাঁ-ইউসুফ খাঁ-আব্দুর রহমান খাঁ-সুজায়াত জঙ্গ সাইদুল্লাহ খাঁ বাহাদুর-মুহাম্মাদ সাদাত ইয়ার খাঁ-মুহাম্মাদ আযাম খাঁ-মাওলানা হাফিজ কাজিম আলি খাঁ-মাওলানা রেজা আলি খাঁ-মাওলানা নাক্বি আলি খাঁ-মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত হুযুর আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা-হুযুর মুফতীয়ে আযাম । (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের বংশধরঞ্ঝ

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা-প্রপিতার মধ্যে আট জন মশহুর আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম বর্তমান । যথাঞ্ঝ-১.আবুল বাশার হযরত আদাম সাফিউল্লাহ,২.হযরত শিশ আলাইহিস্ সালাম,৩.হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম,৪.হযরত নুহ আলাইহিস্ সালাম,৫.হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম,৬.হযরত খালিলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম,৭.হযরত সাইয়েদুনা

আলাইহিস্ সালাম, ৮.হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বাভাষ

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশ শৈলীর মধ্যে একজন হলেন হযরত ক্বায়েস আব্দুর রশিদ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহিত ফাতেহে মক্কার সময় এক সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ যুদ্ধে হযরত ক্বায়েস আব্দুর রশিদ একাই সত্তর কাফের কে কতল করেন । হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ক্ষমতাবল দেখে খুবই আনন্দিত হন এবং উনার সম্পর্কে বিষ্যত বাণী ফরমান যে,“ক্বায়েস আব্দুর রশিদের দ্বারা এক মহান সন্তান ন্ততীর জামায়াত জন্ম হবে যাঁরা ক্বীয়ামত পর্যন্ত দ্বীনি ইসলামে হুকুমত রবেন।আর এই হুকুমত হল ওই কাঠের ন্যায় যার দ্বারা জাহাজের বুনিয়াদ খা হয় আর এই কাঠ কে তাবান বলা হবে ।” (আখবারুস্ সানাদিদ সিইরু মুতাখিরিন)

পাঠান বংশধর বলার কারন

ুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাবান শব্দ ব্যবহার করেন া পরবর্তীতে কথ্য ভাষায় পাঠান নামে পরিচিত হয়। যে কারনে হুযুর মুফতীয়ে াযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্বের বংশ ধরেরা পাঠান নামে পরিচিত হন।

জন্ম লগ্ন

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মতারিখ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে প্রশিদ্ধ মত টি হল২২শে জিলহজ্জ ১৩০৯ অনুযায়ী ১৮ জুলাই ১৮৯২ খৃষ্ঃ। এই তারিখ সম্পর্কে হুযুর হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং এরূপ মত পেশ করেন,হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খাঁ ১২৯২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন;আর আমি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে।(তাযকীরায়ে আহলে সুন্নাত ওলামা ২২৩ পৃষ্ঠা)

জন্মস্থান

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম হয় উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরের সাওদাগারান মহল্লায় ।

জন্মের পূর্বাভাষ

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মের পূর্বে হুযুরের আব্বাজান তথা চতুর্দশ শতকের মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পীর মুর্শিদের দরবার মারহেরা মুত্তাহেরায় অবস্থান রত ছিলেন। সম্ভবত ঐ ২১ ও ২২ জিলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত্রী ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে,আকাশের চাঁদ পৃথিবীর দিকে চলে আসছে আর এর আকৃতি পৃথিবীর তুলনায় অধিক। যতহ নিকটে আসছিল এর আয়তন হ্রাস পাচ্ছিল এবং উজ্জ্বলতা অধিক হচ্ছিল। অবশেষে তা সহজেই হুযুর আলা হযরাতের পবিত্র কোলে এসে অবস্থান করে। হুযুর আলা হযরাত জাগ্রত হন এবং এর তাবির সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ওজু করে দুই রাকায়াত শুকরীয়ার নামায আদায় করেন। দুই রাকায়াতে সুরা রহমান তেলায়াত করেন। দুয়ার পর স্বীয় সন্তানের নাম আলে রহমান মনস্ত করেন।

সাইয়েদুল মাশায়েখ দ্বারা জন্মের শুভসংবাদ

উক্তদিনে নামাযে যোহরের পর খানক্বাহ বারকাতীয়া র অবস্থিত মাসজিদের সিঁড়িতে দন্ডায়মান হয়ে হযরাত সাইয়েদুল মাশায়েখ সাইয়েদুনা আবুল হাসান নুরী মিয়া সাহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ফরমান যে, “মাওলানা সাহাব আপনি বেরেলী শরীফ তাশরীফ নিয়ে যান। আপনাকে আল্লাহ তায়ালা এক মোবারক সন্তান প্রদান করেছেন। নব সন্তানের নাম আলে রহমান মুহিউদ্দিন জিলানী রাখবেন। আমি বেরেলী এসে আপনার সন্তানের রুহানী আমানত প্রদান করবো।”

সাইয়েদুল মাশায়েখের বেরেলী আগমন ও বেলায়াতের সুসংবাদঃ-

ইমামুল আরেফিন,সাইয়েদুল মাশায়েখ সাইয়েদুনা আবুল হাসান নুরী মিয়া সাহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ওয়াদা মোতাবিক বেরেলী শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসেন। তিনি হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন কপালে চুম্বন দিয়ে ফরমান যে,খোশ আমদেদ ওলীয়ে কামিল।

আক্বীক্বা

হুযুর আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পুত্রের আক্বীক্বা মুহাম্মাদ নামে করেছিলেন যদিও তিনি স্বীয় পুত্রের নাম আলে রহমান মনস্থ করেছিলেন। ইসমে মুহাম্মাদ শরীফের বরকত অসংখ্য আর আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহুর লৌহে মাহফুজের রাজ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন যা হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ৯২ বয়সে ওফাতের দ্বারা দুনিয়া বাসীর নিকট পরিষ্কার হয়।

বাইয়াত

২৫ জামাদিস্ সানি ১৩১১ হিজরীর ওই পবিত্র দিন ছিল, যে দিন হযরাত কুদওয়াতুস্ সালিকিন সাইয়েদুনা আবুল হাসান নুরী মিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াদা মোতাবিক বেরেলী শরীফ তাশরিফ নিয়ে এসেছিলেন। ওই দিনই তিনি হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত করেন এবং সাথে সাথে সকল সিলসিলার ইজাজত ও খিলাফৎ দ্বারা ভূষিত করেন। এই সময় হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র ৬ মাস ৩ দিন।

হুযুর আলা হযরতের প্রশংসা গীতি

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হুযুর আলা হযরাত এক প্রশংসাগীতিতে এরূপ রচনা করেন যে, “আল্লাহ তায়ালা তোমার যাবানকে মোবারক করুক,আমি দ্বীনের সাধারণ খাদিম। আর আমার অন্তরের আশা

এই যে,আমার সন্তানও দ্বীনি খিদমতকে স্বীয় পরিচয় বানাবে। ”

তাসমীয়া খানী

৪বছর ৪মাস ৪দিন বয়সে হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাসমীয়া বা বিসমিল্লাহ খানি হুযুর আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু করান। আর বড় সাহেব জাদা হুজ্জাতুল ইসলাম যিনি হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ১৮ বছর বড় ছিলেন তাঁকে কোরান শরীফ নাজেরা পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রখর বুদ্ধিমত্তার কথা হুজ্জাতুল ইসলামও স্বীকার করেন। তিন বছরের মধ্যে পরিপূর্ণ কোরান শরীফ তেলায়াত পূর্ণ করার পর হুযুর আলা হযরাত ওস্তাদুল আসাতেজা হযরাত মাওলানা রহমত ইলাহী সাহাব ম্যাঙ্গালোরী ও হযরাত মাওলানা বাশির আহমাদ সাহাবকে হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তালিম দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করেন।

ওস্তাদের স্বীকার উক্তি

হযরাত মাওলানা রহম ইলাহী সাহাব রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আরজ করলেন,আমি নিজেকে খুবই ধন্য বলে মনে করছি এই কারনে যে ,আপনি ভবিষ্যত মুজাদ্দীদের তালীমের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আর আমার বিশ্বাস যে,প্রকৃত তালীম ও তারবিয়াত আপনি দেবেন কারণ সাহাব জাদার শৈশব অবস্থাতেও বুজুর্গীয়াতের যে লক্ষণ আমি দেখছি তা খুবই আশ্চর্যজনক।

প্রাথমিক শিক্ষালাভ

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাথমিক শিক্ষা দারুল উলুম মানযারে ইসলামের যোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা হয়। ছেলেবেলা হতেই তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা তাঁর সকল শিক্ষকই স্বীকার করেন।

শৈশবস্থায় হতেই গওসে পাকের ছায়া

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদের মধ্যে কেতাব বন্ধ করে

খুবই মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর শিক্ষক মাওলানা বাশির অহমদ সাহাব মাসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর এরূপ আশ্চর্য অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসিলেন, বন্ধ কেতাব দেকে কী ফায়দা হাসিল করছো। হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আদাব সহকারে দন্ডায়মান হয়ে উত্তর দেন,আমি এর সম্ভাবনার কথা ভাবছি যে,কেতাব বন্ধ করে পাঠ্যালাভ সম্ভব কী না-। মাওলানা বাশির আহমাদ সাহাব পূণরায় জিজ্ঞাসা করলেন - উত্তর কী পেলে---। হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে,বন্ধ কেতাবও খোলা কেতাবের পাঠ করাও সম্ভব।মাওলানা বাশির অহমদ সাহাব উত্তর দিলেন,আপনার মধ্যে এরূপ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন কারণ আপনার উপর গাওসে পাকের ছায়া রয়েছে।

জ্ঞান-গরীমায় অসাধারণ দক্ষতা

বিশ্বে জ্ঞান- গরীমার যত গুলি দিক বর্তমান,হুযুর মুফতী-এ- আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল ক্ষেত্রেই অসাধারণ দখল বর্তমান ছিল।

তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষক ও নিজ প্রতিভার দ্বারা বহু প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানের শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যা বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল। নিম্নে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের আনুমানিক শাখাগুলি উল্লেখ্য হল ঃ

১.ইলমে তফসীর
২.ইলমে ক্বেরাত
৩.ইলমে তাজবীদ
৪.ইলমে হাদিস
৫.ইলমে ওসুলে হাদিস
৬.ইলমে আসনিদুল হাদিস
৭.ইলমে আসমাউর রেজাল
৮.ইলমে লোগাতুল হাদিস

৯.ইলমে ফিকাহ
১০.ইলমে ওসুলে ফিকাহ
১১.ইলমে ফারায়েজ
১২.ইলমে কালাম
১৩,ইলমে আক্বায়েদ
১৪.ইলমে মা আনি
১৫.ইলমে বায়ান
১৬.ইলমে বালাগাত
১৭.ইলমে মাবাহিস
১৮.ইলমে মোনাযারা
১৯.ইলমে ওরুজ
২০.ইলমে হেসাব
২১.ইলমে রেয়াদি
২২.ইলমে তাকসির
২৩.ইলমে হান্দাসা
২৪.ইলমে তাবাকী
২৫.ইলমে তাকবিম
২৬.ইলমে লোগারিথম
২৭.ইলমে জাফর
২৮.ইলমে রসল
২৯.ইলমে তওকীত
৩০.ইলমে আওকাফ
৩১.ইলমে নুজম
৩২.ইলমে ফালকিয়াত

৩৩.ইলমে আরদিয়াত
৩৪.ইলমে জিগ্রফিয়া
৩৫.ইলমে তবিয়ত
৩৬.ইলমে তীব ও হিকমত
৩৭.ইলমে আদবিয়াত
৩৮.ইলমে শায়েরী
৩৯.ইলমে ফালসাফা
৪০.ইলমে মানত্বিক
৪১.ইলমে তারিখী
৪২.ইলমে আয়াম
৪৩.ইলমে সুলুফ
৪৪.ইলমে তাসাউফ
৪৫.ইলমে রসমুল খাত
৪৬.ইলমে ইস্তেখারাত
৪৭.ইলমে কেতাবাত প্রভৃতি।

ছাত্র অবস্থাতে কারামাত

মাওলানা রহম ইলাহী সাহাব বর্ণনা করেন যে. একদিন তাঁর সন্তান প্রখর জ্বরে আক্রান্ত হয় । ওই অবস্থাতে সন্তানকে ছেড়ে তিনি দারুল উলুম মানযারে ইসলামে দরস দিতে চলে এলেন। দরুস খুবই কষ্টের সহিত দিচ্ছিলেন। দরসে উস্তাদের বিচলতা কথা কাশফের দ্বারা হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞাত হন। তিনি আরয করলেন ইজাজত হলে আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সন্তানের অবস্থা যাঁচাই করি ।ওই অবস্থাতে মাওলানা রহম ইলাহী হুকুম দিলেন। হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ওস্তাদের সন্তানকে প্রচন্ড জ্বরে বেহুশ অবস্থাতে পেলেন। মাথার দিকে বসে কিছু পাঠ করলেন এবং অসুস্থের

উপর ফুঁক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থের ঘাম এল এবং জ্বর ছেড়ে গেল। আর অসুস্থের হুশ ফিরে এল। স্বাভাবিক ভাবে সে নিজের মায়ের নিকট পান করার জন্য দুধ চাইল। ওস্তাদ আশ্চর্য তো হলেন কিন্তু অধিক আশ্চর্য হলেন এই ভেবে যে হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কী ভাবে অসুস্থের খবর জানলেন।

শিক্ষা প্রদান

হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৩২৮ হিজরী মোতাবিক ১৯১০ সালে জামেয়া রেজবীয়া মানযারে ইসলামে শিক্ষা প্রদানের পর্যায় শুরু করেন। কতদিন পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছিলেন তা অজানা। হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্রবর্গ ,মাযহারে ইসলাম ও মানযারে ইসলমের রের্কড দ্বারা জানা যায় যে,মাযহারে ইসলাম ও মানযারে ইসলামের ছাত্ররা হুযুরের নিকট শিক্ষা গ্রহনে নিজেদের মধ্যে গর্ববোধ করতে থাকে।

মুফতী আযাম খেতাব

২৫ সফর ১৩৪৭ হিজ্রি আগষ্ট ১৯২৭ খানকাহে আলিয়া রাজবীয়া বেরেলী শরীফের এক বৃহৎ সমাবেশে হাজার হাজার সমাবেত জনতা যার মধ্যে প্রশিদ্ধ ওলামা,আওলীয়া কেরাম দের উপস্থিতিতে এছাড়াও শ্রীলঙ্কা,বাংগাল,পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি এলাকা প্রশিদ্ধ বড় বড় আলেম ওলামার উপস্থিতিতে হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুমে হযরত মুস্তাফা রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুফতী আযাম খেতাব প্রদান করা হয়।

লেখনী

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান গরীমার পরিচয় তাঁর লেখনীর দ্বারাও পাওয়া যায় ।তাঁর উল্ল্যেখযোগ্য কয়েকটি লেখনী হলঃ-১.আল-মাওতুল আহমার ২. আল - কাওলুল আযিব ফি জাওযি তাসবিব ৩.আল কাসওয়ারাতুআলা ইদওয়ারিল হামরাতিল কুফরাতি। ৪.আন্নুকতা আলা

মুরাইল ক্যলকাত্তা,৫.হুজ্জাতুল ওয়াহিরা বি ওজুবি হুজ্জাতিল হাদ্বেরা , ৬.ওকআতু সুনান ,৭.ফাতওয়ায়ে মুস্তাফাবিয়া প্রভৃতি,৮.আশাদ্দুদ লেবাস আলা আবিদিল খুন্নাস ৯.সালিমুদ দায়য়ান তাকতিয়ু হিয়ালাতিশ শয়তান,১০.আল ক্বাবী ফিল আবি ওয়া গাবী প্রভৃতি।

পানির অযথা খরচ থেকে সাবধানতা অবলম্বন

এক ব্যক্তি হুযুর কে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। নল দিয়ে পানি টপকাচ্ছিল। হয়রত বললেন পানির ফোঁটা অযথা খরচ হচ্ছে ,আর অযথা খরচ অতিরিক্ত খরচ। ওটা বন্ধ করো। সেই ব্যক্তি বললেন,হযরত আপনি তাশরিফ রাখুন পরে ওটা বন্ধ করা হবে। হযরত ফরমালেন বসবো পরে প্রথমে ঐ নলটি পরিবর্তন করো। শরীয়তে বিনা কারণে এক ফোটা পানি নষ্ট করাও অপচয়ের মধ্যে পড়ে। (আনওয়ারে মুফতী আযাম ১০০-১০১)

ফুঁক দেওয়ার ফলে ক্যনসার দুরীভূত হলঙ্ঘ

হযরত মুফতী আনওয়ার হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন,একদা ক্বীলা মহল্লা বেরেলী শরীফের বাসিন্দা সাইয়েদ মুস্তাফা আলি সাহেবকে বলছিলেন,আমার ঘাড়ে ক্যনসার হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা করার পরেও ঠিক হয়নি। এমনকি ডাক্তার অপারগ হয়ে যায়। ঘরের লোকেরাও আমাকে নিয়ে খুব অস্বস্থিবোধ করতে থাকে । আমি তাদের কে বললাম,আমাকে আমার পীর ও মুর্শিদের কাছে নিয়ে চলো। হুযুর বারগাহে পৌঁছানোর পরে হুযুর জিজ্ঞাসিলেন,সাইয়েদ সাহেব ভালো আছেন। উত্তরে তিনি বললেন,হুযুর আমার মরার দোওয়া করুন। হুযুর বললেন,লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আযিম। সাইয়েদ সাহাব তাওবা করুন মৃত্যু জন্য দোওয়া করা জায়েজ নয়। আরয করলাম হুযুর ডাক্তার অপারগ হয়ে গেছে । ক্যনসার দেখিয়ে বললাম কিরূ পে বাঁচবো। হুযুর ক্যানসারে দম করে দিলেন । পূনরায় মজলিসে উপস্থিত লোকের উদ্দেশ্যে বললেন , এর জন্য দোওয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা সাইয়েদ সাহাব কে সুস্থ করে দেন। ঘরে পৌঁছে পৌঁছে আমার ক্যানসার ভালো হয়ে গেল।

এই ঘটনার ২৫ বছর পরেও এখনও সুস্থ অবস্থায় আছি। (আনওয়ারে মুফতী আযাম ১৭-১৮ পৃঙ্ঘ)

হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা

হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাত্রদের প্রতি খুবই মেহেরবান ছিলেন (তাদের সাথে খুবই স্নেহ ও ভালবাসা দেখাতেন। গরীব অসহায় ছাত্রদেরকে গোপনে অর্থ দিয়েই সাহায্য করতেন। ছাত্রদের খুবই মনোযোগ সহকারে শিক্ষা প্রদান করতেন। ছাত্ররা কোন মাসলা ও যে কোন প্রশ্ন করত হুযুর যত্নসহকারে তার উত্তর দিতেন। দস্তারে ফজিলাতের জালসার সময় ছাত্রদের জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করতেন। খুশির সময়ে ছাত্রদের জন্য খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করতেন। অনেক ছাত্র যারা দুবেলা হুযুরের বাড়িতেই খাদ্য ভক্ষণ করত। আল্লামা সাইয়েদ মাযহার রব্বানী বর্ণনা করেন,ওলামাদের সম্মান ,তোলাবাদের ছাত্রদের)প্রতি স্নেহ বড় বড় ব্যক্তিত্যদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। (মুফতী আযাম কা সাওয়ানেহ খাকা ১১২ পৃঙ্ঘ)

হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট মক্কাতুল মুকার্‌রামার যে সকল মাশায়েখ ও মুফতী ইযাযত হাসিল করেনঃ-

হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু যখন হাজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কয়েকবার হারামাইন শারিফাইনে হাজিরী দেন। সেই সময় মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদিনা ত্বাইয়েবার বড় বড় ওলামায়ে কেরাম হুযুরের নিকট নতজানু হয়ে জ্ঞানার্জন করেন এবং হুযুর তাঁদেরকে খেলাফৎ ও ইযাযত দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ-

১.মুফতী হারাম আল্লামা সৈয়াদ মুহাম্মাদ মাগরীবী মালিকী,

২.শাইখুল ওলামা হযরাত আল্লামা সৈয়াদ আমিন কুতবী মাক্কী,

৩. জালালাতুল ইলম আল্লামা মুফতী সাইয়েদ নুরী মাক্কী,

৪.ওসতাদুল ওলামা হযরাত মৌলানা মুফতী জাফর বিন কাসির,
৫.হযরাত মৌলানা শাইখ ইমরান মাক্কী,
৬.হযরাত আল্লামা শাইখ ইবরাহীম মাদানী,
৭.হযরাত আল্লামা পির আব্দুল মালিক ,
৮.হযরাত আল্লামা মীর জোতী এবং
৯.শাইখ ফদীলাত আল্লামা ফজলুর রহমান শাহজাদায়ে জিয়াউল মিল্লাত প্রমুখ।

হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদ ও ছাত্র বর্গ

হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদ, ছাত্রবর্গ ও ফায়দা হাসিল কারী সংখ্যা অগণিত । ভারত ও পাকিস্তানে সহ সারা বিশ্বে হুযুরের শাগরিদরা নিজ নিজ খিদমত পেশ করেছেন ও আজও করে যাচ্ছেন। হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ও শাগরিদের সংখ্যা যদিও নির্ণয় করা সম্ভব নয় কিন্তু একথা বলা সম্ভব যে,হুযুরের প্রত্যেক শাগরিদ নিজ নিজ স্থানে নক্ষত্র সদৃশ ছিলেন। হুযুরের শাগরিদ,খোলাফা ও ফায়দা হাসিল কারীদের কয়েকজন খ্যাতিমান হলেনঃ-

১.মুহাদ্দিসে পাকিস্তান মাওলানা সারদার আহম্দ রেজবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু
২.ফকীহুল আসর মাওলানা ইযায ওলী খান রেজবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু
৩.মুনাযিরে আযামে হিন্দ মাওলানা হাশমাত আলি খান রেজবী
৪.ওস্তাদুল ওলামা মাওলানা আলহাজ্ মুবিনুদ্দিন রেজবী কুদ্দিসা সির্‌রুহু
৫.শাইখুল মোহাদ্দিসীন মৌলানা মুফতী তাহসিন রেজা কুদ্দিসা সির্‌রুহু
৬.ফিকহুল হিন্দ মুফতী শারীফুল হক্ব আমজাদি কুদ্দিসা সির্‌রুহু
৭.রাইহানে মিল্লাত কুদ্দিসা সির্‌রুহু
৮.তাজুশ্‌শরীয়া হুযুর আযহারী মিঁয়া সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু
৯.আল্লামা জিয়াউল মোস্তাফা সাহেব,
১০.নাসিরে মিল্লাত মৌলানা খালিদ আলি খান

১১. শাইখুল ওলামা মৌলানা মোহাম্মাদ আযাম রেজবী,
১২. ওসতাদুল ওলামা মৌলানা আরিফ রেজবী,
১৩.উমদাতুল মুদাররিসিন নইমুল্লাহ খান
এছাড়াও অগণিত শাগরেদ দেশের ও বহির্দেশের যাঁরা হুযুরের নিকট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

ফতওয়া লেখনীঃ

হুযুর আলা হযরাতের বহু পূর্ব হতেই তাঁর পূর্বসূরীরা ফতওয়া লেখনীর কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেন। তৃয়দশ শতকে আলা হযরাতের দাদা ইমামুল ওলামা মুফতী রেযা আলি খাঁ বেরেলী কুদ্দিসা সিররুহু (ওফাত ১২৭২ হিজরী) বেরেলী ভূমিতে দারুল ইফতার বুনিয়াদ রাখেন। তিনি নিজে দারুল ইফতার ক্রিয়া সম্পাদনের সাথে সাথে স্বীয় পুত্র ইমামুল মুতাকাল্লিমীন মৌলানা মুফতী নাক্বী আলী খাঁ বেরেলবী কুদ্দিসা সিররুহু কে নিজ স্থলাভিক্ত করেন। হযরাত নাক্বী আলি সাহাব ১২৯৮ হিজরী পর্যন্ত ফতওয়া লেখনীর কাজ চালিয়ে যান। নিজের সকল ছেলেদের ইলম চর্চায় নিযুক্ত করেন এবং দারুল ইফতার জন্য আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে নিযুক্ত করেন। আলা হযরাতের ওফাতের পর হুযুর মুফতী-এ-আযাম হিন্দ স্থলাভিক্ত হয়ে ১৪০৬ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ বাষট্টি বছর ফাতওয়া লেখনীর কাজ করে গেছেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, হুযুর আলা হযরত ও হুযুর মুফতী-এ-আযাম উভয়েই সর্ব প্রথম যে ফতওয়া লেখেন তা হল রেজায়াতের মাসলা।

ফতওয়া লেখনীর চর্চা

খান্দানে রেযা হতে প্রদত্ত ফতওয়ার চর্চা সারা বিশ্বের মধ্যে প্রশিদ্ধ ছিল। বহু চর্চিতর মধ্যে একটি হল- মক্কা শরীফের এক জন বিখ্যাত আলিম সাইয়াদ ইসমাইল খলীল হুযুর আলা হযরতের একটি ফতওয়া দেখে মন্তব্য করেন, আমি ক্বসম খেয়ে বলছি! এই ফতওয়াটি যদি হুযুর ইমামে আযাম আবু হানিফা

রহমাতুল্লাহি আলাই দেখতেন,তাহলে অবশ্যই তাঁর চক্ষু শীতল হয়ে যেত এবং আলা হযরাতকে নিজের শাগরিদের মধ্যে গ্রহণ করে নিতেন।

হুযুর মুফতীয়ে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হজে গমন করেন তখন হেজাজ, মিসর,শাম,ইরাক প্রভৃতি দেশের ওলামায়ে কেরামরা বিভিন্ন মাসলা জিজ্ঞাসা করতেন এবং হুযুর নির্বিঘ্নে তার উত্তর দিতেন।

হুযুর মুফতী-এ-আযাম ও ফতওয়া লেখনীঃ

হুযুর আলা হযরতের সময় হতেই হুযুর মুফতীয়ে আযাম ফতওয়া লেখনীর কাজ শুরু করে দেন। আলা হযরতের নিজ জীবদ্দশায় বহু মাসায়েল তাঁকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করান। দেশ ও বহিঃদেশ হতে অসংখ্য ফাতওয়ার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। নিজের জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত কোরান,হাদিস ও ইজমায়ে উম্মাতের আলোকে বহু রকমের মাসলার হাল করেন অথচ কোনদিন কোনমাসলার ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন তিনি করেননি। ফকীহুল আসর হযরাত আল্লামা শরীফুল হক্ব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমি দীর্ঘ এগারো বছর তিন মাস হুযুরের খিদমাতে হাজির ছিলাম এবং উক্ত সময়ে চব্বিশ হাজার মাসায়েল লিখি । যার মধ্যে কমে করে দশ হাজার ফাতওয়ার সংশোধন হুযুর মুফতী-এ-আযাম করে ছিলেন। হুযুর নিজের দারুল ইফতাকে অর্থ উপার্জনের রাস্তা বানাননি বরং শুধুমাত্রআল্লাহ ও রসুলুল্লাহর রেজমন্দীব ুনিমিত্তে গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি লিখিত ফতওয়া কিয়দাংশ ফাতওয়াযে মুস্তাফাবীয়া,ফাতওয়ায়ে মুফতী-এ-আযাম প্রভৃতির মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফাতওয়া লেখনীর সময় অসাধারণ তাহকীক পেশ করতেন। কোরান ,হাদিস, ইজমা ও ক্বীয়াসের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি মাসলা পেশ করতেন। হুযুরের ফাতওয়ার একটি নমুনা পেশ করা হল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া লেখনী

হুযুর মুফতী আযামের দরবারে মহারাষ্ট্রের নাসিক হতে একটি ইসতাফতা

এসেছিল যার মধ্যে খোৎবার আযান প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়। খোৎবার আযানের সঠিক স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

উত্তরঃ- বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আল্লাহুম্মা ইন্নি আওযুবিকা মিন তারকিস সুনানে ওয়া ইনতাহাকিহা। খোৎবার আযান হুযুরের যাহিরী জীবদ্দশায় খারিজী মাসজিদ (মাসজিদের বহির্ভাগে) হত। খেলাফাতে শাইখাইন (হযরাতে সিদ্দীকী আকবার ও ফারুকে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সময়েও একই ভাবে মাসজিদের বাইরে আযান দেওয়া হত। হযরাতে ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় যখন মদিনা শরীফের আবাদী অধিক হয়ে যায় তিনি স্থান প্রশস্থ করে আযান ও খোৎবার আযান কে খারিজে মাসজিদেই রাখেন। হেশামের সময়েও একই অবস্থায় থাকার কারণে আমাদের ওলামায়ে কেরাম নিজেদের লেখনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে , খারিজে মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদের বাইরে আযান দেওয়া হল সুন্নাত। মাসজিদ অর্থাৎ নামাযের স্থলে আযান দেওয়া হল মাকরুহ। মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হল নিষেধ। আল্লামা ইব্রাহীম স্বীয় পুস্তক গুনিয়ার মধ্যে লিখেছেন,আযান হবে মেঝে অর্থাৎ মসজিদের বহির্ভাগে এবং একামাত হবে ভিতরে। (গুনিয়া ৩৭৭ পৃঃ)

আল্লামা তাহতাবী হাশিয়া মারাকিল ফালাহর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন,মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরূহ । (হাশিয়া মারাকিল ফালাহ ১১৭ পৃঃ) কুহুস্তানী স্বীয় পুস্তকের মধ্যে লিখেছেন, মাসজিদের মধ্যে যেন আযান দেওয়া না হয়, কারণ সেটা মাকরুহ। আম পুস্তকের মধ্যেও প্রচলিত উক্তি হল,মাসজিদের মধ্যে আযান দেওয়া নিষেধ।

ফতহুল ক্বাদিরের মধ্যে ইমাম ইবনে হুমাম বর্ণনা করেন,সকলের মত হল মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া চলবে না। (ফতহুল ক্বাদির ,কিতাবুস্ সালাত ২৫০ পৃঃ)

মুহাক্কীক আলা ইতলাক (সকলের নিকট মুহাক্কীক নামে পরিচিত) হযরাত ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাবে জুমআর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন-অর্থাৎ মাসজিদের চত্বরের মধ্যে আযান দেওয়া মাকরুহ।

ফোকাহায়ে কেরামের নিকট মাসজিদের ভিতর আযান দেওয়া হল মাকরুহ। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আল হাজ্ব নাহি আনিল আযান নামক অংশে একটি বিশেষ বাব লিপিবদ্ধ করেছেন ।এই সকল দলীল দ্বারা এটা পরিষ্কার যে,খারিজে মাসজিদ আযান হাদিস হতে প্রমানিত।

হুযুর মুফতী-এ-আযাম এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেন ,মাসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া বে-আদবী ও বেদআত। আর বেদআত কে সুন্নাত মনে করা এবং সুন্নাতকে বেদআত মনে করা খুবই জঘন্য । সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা এবং তার পরিপেক্ষিতে কোন কাজ করা খুবই খারাপ কর্ম।

মক্কা ও মদিনা শরীফের ওলামায়ে কেরামদের হুযুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মৌলানা মুফতী আশরাফ রেজা ক্বাদিরী মিসবাহী হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় বার যখন হজ্ব ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন, তখন কার কিছু ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, মদিনা ত্বাইয়েবায় হুযুরের ক্বীয়ামের ব্যবস্থা যেখানে করা হয় সেখানে মদিনা শরীফ সহ অন্যান্য দেশেবহাজী সাহেবরা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হুযুরের আরাম স্থলে ভীড় জমান। একদা একদল ওলামায়ে কেরাম সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এলে হুযুর তাঁদেরকে চা পেশ করেন। তাঁরা এ শর্তে পান করতে রাজী হন যে,হুযুর প্রথমে পান করে তাবারুক করে দেবেন তার পর তাঁরা পান করবেন। (সুবহানাল্লাহ) (জাহানে মুফতী আযাম ১২১ পৃঃ)

বদ আমলদের খন্ডনে হুযুর মুফতী-এ-আযাম

ঈমান ও আক্বীদা মজবুত হওয়ার পর আমলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা অতীব প্রয়োজন। মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন হল, পরিপূর্ণ ভাবে মুসলমান হয়ে থাকা । নামায,রোযা ইত্যাদি ফরযের ক্ষেত্রে পা-বন্দী করা। বিভিন্ন কূ-কর্ম যেমন জুয়া,শারাব(মদ),মিথ্যা,সুদ,যেনা,গীবাত প্রভৃতি হতে বেঁচে থাকে। সুন্নাতের উপর আমল করা। হুযুর মুফতী-এ-আযাম এ সকল ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব দিতেন। আমার বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের উপর কঠোর ভাবে আমল করতেন,লোকেদেরকেও এর উপর পা-বন্দীর জন্য নসীহাত করতেন।বিন্দু পরিমান শরীয়াতের খেলাফ কাজ পছন্দ করতেন না। সত্যিকারের ওয়ারিশে আম্বিয়া হয়ে বিশ্ব বাসীর সামনে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। যে কারনেই তো সকলে একযোগে মুফতী-আযাম খেতাবে তাঁকে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে এক প্রকার অল্পজ্ঞানী শরীয়াতের অহরহ বিরোধী কাজ করা সত্ত্বেও নিজেদের নামের পূর্বে মুফতী আযাম,ফকীহ প্রভৃতি লাগাতে দ্বীধাবোধ করে না । এদের উচিৎ হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিরাত হতে দৃষ্টান্ত অর্জন করা। যিনি নিজে শরীয়াতের বিরোধী করাতো দুরের কথা বরং তাঁর সামনে যদি কেও শরীয়াতের খেলাফ কাজ করত তিনি তার কঠোর প্রতিবাদ করতেন।

পাঠ করুন
মুফতী আমজাদ সিমনানী লিখিত
বিশ রাকায়াত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ

হুযুর হাফিযে মিল্লাতের এক অমীয় বাণী

হুযুর মুফতী-এ -আযাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হুযুর হাফিযে মিল্লাত রহমাতুল্লাহি আলাই মন্তব্য করেন যে,"নিজ শহরে কারও সম্মান ও গ্রহণীয়তা থাকে না। কিন্তু হুযুর মুফতী-এ -আযামের নিজ শহরে সম্মান ও গ্রহণীয়তা ছিল,যার উদাহরণ অন্য কারও মধ্যে দেখা যায় না,যা তাঁর কারামাত ও বেলায়াতের এক অন্যতম নিদর্শন-যে জিন্দা ওলী দেখতে চায় সে যেন হুযুর মুফতী-এ-আযাম কে দেখে।" (মুফতী-এ-আযাম কি ইস্তেকামাত ও কারামাত ৩৭ পৃষ্ঠা)

কুতুবে মাদিনা হযরত জিয়াউদ্দিন মাদানীর বর্ণনা

কুতুবে মাদিনা হযরত জিয়াউদ্দিন মাদানী আলাইহির রহমা ও রিদওয়ান বর্ণনা করেন,জিয়াউদ্দিন আহমাদ্ স্ব-চক্ষে দেখেছে , আল্লাহর কসম্ মুফতী-এ-আযাম শৈশব থেকেই ইল্ম ও আমালের পা-বন্দ ছিলেন। পরিপূর্ণ জাহেদ ও মুত্তাকী ছিলেন। সে সময় তাঁর ইলম -ফজল,যুহুদ ও তাকওয়া,বুজুর্গী ও পরহেজগারী, চিন্তা-ভাবনার কেও ধারণা করতে পারত না। ফকীর জিয়াউদ্দিন তো বয়সে মুফতী-এ-আযাম হতে বড় কিন্তু মর্যাদায় মুফতী-এ-আযাম অনেক বড়।

কারামাত

তাজদারে আহলে সুন্নাত হুযুর মুফতীয়ে আযাম কুদ্দিসা সির্রুহু র দরবাবে আহমাদাব থেকে এক জন মাজলুমা নিজের বাচ্চাদের নিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় হাজির হল। ক্ষনিক সময়ের জন্য শান্ত হয়ে অঅরয করল হুযুর নির্দোষ স্বামীর ফাঁসীর সাজা হয়ে গেছে। এই খবর শুনে আক্বায়ে নিয়ামত হুযুরের চোখও অশ্রু সজল হয়ে এল। স্বীয় অভ্যাসমত তাবিজ দিয়ে বললেন ,যাও ফাসিঁ হবে না।ওই দুঃখিত মহিলা তৎক্ষণাত জেলের নিকট পৌঁছে গেলেন আর নিজ স্বামীর গলায় তাবীজ পড়িয়ে দিয়ে বেরেলী শরীফের হুযুরে মুফতী-এ-আযামের কথা শোনালেন। ফাসির নির্দিষ্ট সময় হাজির হলে জল্লাদ ফাসির রুমে নিয়ে গেল।

সঙ্গে অন্যান্য হাকিমের সহিত জজও ছিল। গলা ফাসির ফান্দা পরিধান করানো হল,যখন সুইচ দেওয়া হল তখন হঠাৎ বিদ্যুত চলে গেল। জজ বলল সময় সমাপ্ত হয়ে গেছে আমি মুকাদ্দামার শুনানী পূনরায় করবো। ফাসির তক্তা থেকে উক্ত ব্যক্তি নিচে এলেন আর নিজের নির্দোষের কথা ঘোষনা করল। জজ বিবেচনা করে তাকে ফাসির সাজা হতে মুক্তি দিয়ে দিলেন।(মুফতী-এ-আযাম কি ইস্তেকামাত ও কারামাত ১৯৯-২০০পৃষ্ঠা)

মৃত বাচ্চা জীবিত হয়ে হাসতে লাগল

হুযুর মুফতী এই কারামাত মুহাদ্দিসে আমরোহা হযরত আল্লামা মুবিনুদ্দিন স্বীয় প্রবন্ধে র মধ্যে এরুপ লিখেছেন,জব্বল পুরে ওই তারিখি ঘটনা যখন স্বীয় মুরিদের খুবই জেদের জন্য জব্বলপুরে স্বীয় খাদেমের সহিত তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন । পথ খুবই সংকীর্ণ ও খারাপ ছিল। স্থানে স্থানে বাহন দাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাঙ্গায় আরোহীরাও খুবই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু তিনি বয়স্ক অবস্তাতেও লোকেদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তাঙ্গা স্বীয় গতিতে চলছিল। রাস্তায় একটি ছেলে খেলারত অবস্থায় হঠাৎ তাঙ্গা র নিচে আসে। তাঙ্গার চাকা বাচ্চার পেট ও বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। লোকেদের মধ্যে রাগ ও ক্রোধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। ছেলের পিতা আওয়াজ করে কাঁদতে থাকেন,মা বাচ্চার অবস্থা দেখে লুটিয়ে পড়ছিলেন। কারও করার কিছু ছিলনা । এই ভিড়ের মধ্যে একজন আশিকে রাসুল,গাওসে পাকের উত্তম সুরী,আলা হযরতের প্রানের টুকরো যার চেহারা মুবারকে অন্তিম ধৈয্যের রেখা ফুটে উঠেছে। তিনি খাদেমকে বললেন , ওই বাচ্চাকে উঠিয়ে নিয়ে এসো। কারও সাহস হচ্ছিল না কারন বাচ্চাটি ছিল মৃত। দুনিয়া জাহিরী অবস্থা পরিলক্ষন করে কিন্তু আল্লাহর ওলী যাহের ও বাতেন উভয় দর্শন পরিলক্ষন করেন। তিনি হাক্বীকাত সম্পর্কে অবগত। তিনি এটা জানতেন যে . এটা কাযায়ে হাক্বীক্বী নয় । বরং কাযায়ে মুআল্লাক । হুযুরে বারংবার বলার কারণে এক খাদিম আগে গেল এবং হুযুরে হুকুম মান্য

করত জ্ব বাচ্চাটিকে হুযুরের খিদমাতে পেশ করলেন। ও বাচ্চা যে বাহ্যিক দম বন্ধ করেছিল,সে শেষ নিঃশাষ ত্যাগ করেছিল। সে হুযুরে হাতে অবস্থান করেছে । লোকেদের চেহারা স্বস্তির নিঃশাস হারিয়ে ছিল। এমতাবস্থায় এক পবিত্র ব্যক্তিত্য হুযুর মুফতীয়ে আযাম বাচ্চার বুক ও পেটের মধ্যস্থলে স্বীয় হস্ত মোবারক বুলালেন। হঠাৎ বাচ্চাটি হাসতে শুরু করল। চেহারার মধ্যে হাসি ফিরে এল। যেন তার যখমের উপর মলম দেওয়া হয়েছে। যেমন বেরিয়ে যাওয়া রুহ পূনরায় ফিরে এসেছে । স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচলতার পরিবেশে এক শান্তির বাতাবরন ফিরে এল। ও বাচ্চা যে শেষ নিঃশাষ ত্যাগ করে ছিল, তাকে দুনিয়াবাসী স্বীয় চক্ষে এই অবস্থা দেখেছিল যে. হুযুরের পবিত্র হস্তে র ছোয়াতে বাচ্চা প্রান ফিরে পেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুট দিল। লোক তার দিকে তাকিয়ে থাকল । বাচ্চা এই পায়গাম দিচ্ছল যে,মাদিনার গোলাম .দুনিয়ায় অধিকাংশই হয় ইমাম

পরিবর্তন করেন তাকদির মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম। এ অবস্থা দেখে লোকের হুযুরের নিকট ভীড় জমাতে থাকল।(মুফতী-এ-আযাম কি ইস্তেকামাত ও কারামাত ২৫৩পৃঃ,মাকালাতে নঊমী)

এক মহিলার আশ্চর্য জনক ঘটনাঃ

সিতলা নামক স্থানে দুই দিন হুযুর মুফতী-এ-আযাম বেরেলীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ষ্টেশনে ট্রেন এসে হাজির। হঠাৎ হুযুর আগিয়ে দিতে আসা ব্যাক্তিদের মধ্য থেকে কাগজ কলম নিয়ে তাবীজ লিখতে শুরু করলেন। ট্রেনের হুউসেল বেজে গেছে । হুযুর দ্রুত তাবীজ লেখা সমাপ্ত করে একজনার হাতে দিয়ে বললেন,ট্রেন যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এক জন পিলে কাপড় পরিহিত মহিলা টিকিট কাউন্টারের নিকট হাজির হবে তার হাতে এই তাবীজ টি দিয়ে দেবে। উপস্থিত সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর যখন সাথীরা বাইরে এলেন দেখলেন হুযুরের নির্দেশ মত স্থানে একজন হিন্দু মহিলা

হলুদ চাদর পরিহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। হয়রাত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হুযুর যাকে তাবীজ দিয়ে ছিলেন তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,বেটি কাকে তলাশ করছো? ওই মহিলা মুসলমানের চেহারা দেখে বলল-এখনই আমি একজন মহিলার নিকট শুনলাম যে,বেরেলী ওয়ালা হযরাত আজ সাতনা এসেছেন। আমি উনার অনেকদিন হতে অপেক্ষা করছি। যখনই তাঁর আরাম স্থলে গেলাম শুনলাম তিনি ষ্টেশন চলে এসেছেন। আবার ষ্টেশনে এসে জানলাম যে,ট্রেন চলে গেছে । এ বলতে বলতে সে কাঁদতে লাগল। লোকের হয়রান হয়ে তার চেহারা দিকে দেখছিল। হঠাৎ হাজী সাহেব তাকে বললেন , তোর পেরেশানির কথা তিনি আগেই জানতে পেরেছেন । তোর উদ্দেশ্যে এই তাবীজ লিখে দিয়েছেন। তোর পেহচানও বলে গেছেন যে হলুদ চাদর পরিহিত অবস্থায় থাকবি। ওই মহিলা হয়রান অবস্থায় মন্তব্য করল,আমি তো উনাকে দেখেনি! বরং মহিলাদের নিকট শুনেছি যে,তিনি অসহায়দের নিজ দোওয়া দ্বারা সহয়তা করেন। ব্যথিত দের ফিরিয়ে দেন না। এরপর হাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,বেটি তোর সমস্যার কথা বল। সে নিজের দৃষ্টি ঝুকিয়ে নিল। এবং বলল,আমার বাড়িতে কোন সন্তান নেই। আমার স্বামী এই কারণে আমাকে ছাড়তে চায়। আমি সমস্ত রকম তদবীর করেছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। হাজি সাহেব এরুপ বললেন,যাও তোমার সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে। বর্ণিত হয়েছে যে , পরের বছর যখন খবর নিয়ে জানা যায় ওই মহিলা মা হয়ে গেছে। (মুফতী-এ-আযাম হিন্দ কি কারামাত ৫৩ পৃঃ)

একটি জবরদস্ত কারামাত

এলাহাবাদের কিছুটা দুরত্বে পশ্চিমদিকে একটি প্রশিদ্ধ কসবা যা ইসমাইল পুর নামে পরিচিত। সেখানের লোকেরা পাশ্বর্বতী কোন গ্রামে জালসা শোনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে ভুল বশত ঘোষনা করা হয়েছিল যে,হুযুর মুফতী-এ-আযাম তাশরীফ নিয়ে আসছেন। লোকেরা বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ,

মাসলা মাসায়েল হুযুরকে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে হাজির হয়। হুযুরের অনুপস্থিতির খবর শুনে সকলে ভেঙ্গে পড়ে। লোকেরা যাওয়ার সময় নিজেদের সমস্যা একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করে কমিটির কোন লোকের হাতে দিয়ে আসে। অনেকে আবার অনেক সমালোচনা করতে থাকে। অনেকে আবার এরূপও বলতে থাকে, বুজুর্গ হলে অবশ্যই আমাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হতেন। এরূপ কথা বার্তা চলছিল হঠাৎ যার কাছে ওই কাগজ রাখা ছিল বের করা মাত্রই আশ্চর্য হলে গেলেন । দেখলেন যে,কাগজে যে যে সমস্যার কথা উল্ল্যেখ ছিল সব কিছুর সমাধান করা আছে এবং প্রয়োজনীয় তাবীজ লেখা রয়েছে আর নিচে হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সহী করা। লেখা ও সহী যখন হুযুরের এক মুরিদের কাছে থাকা কিছু লেখনীর সঙ্গে মেলানো হল দেখা গেল তা হুবহু হুযুরের লেখনী ছিল। (মুফতী-এ-আযাম হিন্দ কি কারামাত ৬১ পৃঃ)

আজই সংগ্রহ করুন নিম্নের অসাধারণ পুস্তকগুলি

১.সিহাহে সিত্তাহ আক্বাইদে আহলে সুন্নাত,

২.তাযীমে নাবী (তরজমা)

লেখকঃ-মুফতী সাফাউদ্দিন সাক্বাফী

৩. বিশ রাকায়াত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ

৪. নবীজির জ্ঞান ভান্ডার

লেখকঃ-মুফতী আমজাদ সিমনানী

একই সময়ে অধিক স্থানে অবস্থান

তাজদারে আহলে সুন্নাত হুযুর মুফতী-এ-আযাম নায়েবে গাওসে আযাম ছিলেন। আল্লাহ পাক গাওসের পাকের সাদকায় হুযুরকে ওই বিশেষনে ভূষিত করেছিলেন যে , তিনি একই সময়ে কয়েক স্থানে উপস্থিত হতে পারতেন। শারহে বোখারী বর্ণনা করেন ,এক বছর বেবেলী শরীফের এক হাজি সাহেব হজ হতে ফিরে এসে লোকেদের বলতে লাগলেন হুযুর মুফতী আযাম হজে কবে গিয়েছিলেন ফিরে এসেছেন কীনা। লোকেরা বলল হুযুর মুফতীয়ে আযাম এ বছর হজে যাননি,তিনি ঈদগাহে ঈদের নামায পড়িয়েছেন আমরা পড়েছি । উপস্থিত সকলেই একথা বলল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বললেন ,আপনার কেমন কথা বলছেন। আমি হুযুরকে তাওয়াফ করতে দেখেছি -- মাসজিদে হারাম,মিনা,আরাফাত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। মাসজিদে নবুবীতে নামায পড়তে দেখেছি। পবিত্র স্থানে সালাম পেশ করতে দেখেছি। এই শুনে উপস্থিত সকলে আশ্চর্য্য হলেন. কিন্তু সকলে পূনরায় বললেন যে, তোমার ভুল হয়েছে। হযরত এ বছর স্বীয় বাড়িতেই ছিলেন ,হজে- যাননি। কিন্তু হাজি সাহেব ক্বসম খেয়ে বললেন আমি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেছি । তাঁর হস্তে চুম্বন দিয়েছি কথা বলেছি । নিঃসন্দেহে মাসজিদে নবুবী ও পবিত্র স্থানে দেখেছি। হাজি সাহেব স্বয়ং আমাকে (শারহে বুখারী) এ ঘটনা বলেছেন। আরও অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন। ওই হাজি সাহেব যখন হয়রতের খিদমতে হাজির হলেন হযরত খুব মুহাব্বাতের সহিত তাকে দেখলেন এবং মুসকুরালেন। আর অভ্যাস মত ক্বদম ও চোখে চুমু দিলেন। হাজি সাহেব একাগ্রতার সহিত হুযুরকে দেখছিলেন, কিছুক্ষণ পর হুযুর তারদিকে তাকিয়ে হারামাইন ত্বাইয়ে বাইনের অবস্থা জিজ্ঞাসিলেন। আর এক বার খুবই মোহাব্বাত সহকারে বললেন,হাজী সাহেব সব কথা বর্ণনা নয়। একথা খেয়াল রাখবেন। এই ঘটনায় আপ্লুত হয়ে হাজী সাহেব মুরীদ হয়েছিলেন। (আনওয়ারে মুফতীয়ে আযাম ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা)

অন্তরের খবর সর্ম্পকে অবগত

হযরত মাওলানা ক্বারী গোলাম মহিউদ্দিন খান সাহেব যিনি হলদওয়ানির খাতিব ছিলেন ।হুযুর মুফতী-এ-আযাম কুদ্দিসা সির্‌রুহুর কাশফ ও কারামাতের প্রকাশ করে স্বীয় এক ঘটনা এরুপ বর্ণনা করেছেনয, একবার আমি হলদিওয়ানি হতে বেরেলী হাযির হই । আর অন্তরে ভাবি যে,খান্দানে সিরিয়ার একজন সদস্য । দাদাজী হুযুর শাহ জী মুহাম্মাদ শের খাঁ কুতুবে পিলিভীত আলাইহির রহমার সিলসিলা শেরিয়া মুজাদ্দেদীয়া নাকশবান্দিয়ার খেলাফৎ আমার রয়েছে। ইমাম আহমাদ রেজা ক্বাদেরী দরবার হতে ইলমে দ্বীনে মাতিন হাসিল করেছি । যদি এখান কার খেলাফৎ আমার হাসিল হতো, যখন হুযুর মুফতী-এ-আযামের দরবারে হাজির হলেন তখন হযরত বললেন, ক্বারী সাহেব আপনি কী ভাবছেন। আপনার সব কিছু হাসিল হয়েছে। ফকীরও আপনাকে সিলসিলায়ে আলিয়া,ক্বাদেরীয়া,বরকাতীয়া,রেজবীয়া ,নুরীয়ার ইযাযাত ও খেলাফত দিচ্ছে। হযরতের এই কাশফ হতে আ মার চোখে কান্না এল । পূনরায় লিখিত খেলাফত নামা হুযুর আমাকে আতা করলেন। (সালানা মাহ তাজাল্লিয়াতে রেজা এপ্রিল ২০০৫ ,১০৮ পৃষ্ম)

অদৃশ্য মানব ও জিন্নাতের হালাত সম্পর্কে অবগত

অধিকাংশ ওলামা এটা বলতেন যে,হুযুরের দরবারে অদৃশ্য ব্যাক্তি ও জিন সম্প্রদায় হাজির হতেন। ১৯৫৮ সালের ঘটনা,একদা হুযুর একটি গ্রামে সাইদ খান নামক ব্যাক্তির বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তার বাড়িতে পর্দাপন করা মাত্রই আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম পেশ করলেন এবং বললেন, ঘরের মধ্যে দুইজন মেহমান প্রথম থেকেই বিদ্যমান। বাড়ির মালিক জিজ্ঞাসা করলেন ,হুযুর তাদের দ্বারা বাড়িতে কোন অকল্যান তো হবে না? হুযুর বললেন, না। খুবই ভাল ব্যাক্তি আছেন। আপনি শুধু উপরের রুমটি পরিষ্কার রাখবেন যেন তাদের কোন রূপ কষ্ট না হয়।

হুযুর মুফতী-এ-আযাম ও সত্য বাদন্যতা

হক্ব গোয়ী বা সত্য বাদন্যতার দিক দিয়ে সিলসিলায়ে রেজবীয়ার সকল বুজরুগ এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । হুযুর আলা হযরত যে রূপ কোন নেতা,গর্ভনর কে ছেড়ে কথা বলতেন না। কেও ভুল বা মিথ্যা বললে সাথে সাথেই তার প্রতিবাদ করতেন অনুরুপ হুযুর মুফতী-এ-আযাম ছিলেন। সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন নির্ভিক ভাবে তার প্রতিবাদ করতেন। কোন বক্তা যদি ষ্টেজের উপর উঠে শরীয়ত বিরোধীতো দূরের কথা,কোনরূপ অদলীল যুক্ত কথা বললেও তার সাথে সাথে খন্ডন করতেন। এক হক্ব গোয়ী আল্লাহর ওলীদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

নিরাপদ ও পরিচিতদের নিকট নির্ভিক সত্য বলা ও সত্যের উপর অটুট থাকা সহজ ।কিন্তু যেখানে হক্বকে গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয,তলোয়ারের ছায়াই,দুশমনের সামনে নির্ভিক ভাবে সত্য বলা মহা মানবের পরিচয়। এই রূপ কঠোর পরিবেশে সত্য বলা প্রসঙ্গে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে আমার সুন্নাতকে উম্মতদের গোলযোগের সময় আকড়ে ধরে রইল তার জন্য একশত শহীদের ন্যায় সওয়াব রয়েছে। (তাররানী২/৩১;হুলিয়াতুল আওলিয়া ৮/২০০পৃষ্ম)

অপর এক স্থানে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অবশ্যই তোমরা যে সময়ে আছো যদি তোমাদের মধ্যে কেও দশ ভাগের এক ভাগ ছেড়ে দাও যার হুকুম দেওয়া হয়েছে ,তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যে সময় যদি কেও দশ ভাগের মধ্যে এক ভাগ আমল করে তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে। (মিশকাত শরীফ)

হুযুর মুফতী-এ-আযাম হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিসের ব্যবহার প্রয়োগ হয়ে দুনিয়ায় পর্দাপন করেছিলেন। কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েও তিনি নির্ভিক ভাবে হক্ব ব্যক্ত করতেন।

পার্থিব শক্তি ও ক্ষমতা তাঁর এই বৈশিষ্টের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি। দ্বীনি ষ্টেজ হোক কিংবা কোন মহফিল,ধনী হোক কিংবা গরীব,মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম,সফর হোক কিংবা বিনা সফর,ভীড় হোক কিংবা নির্জন সকল অবস্থাতেই হক্ব ব্যক্তের উপর অটুট থাকতেন। নিম্নে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলঃ-

উস্তাদুল উলামা বাহরুল উলুম হযরাত মুফতী আব্দুল মান্নান সাহেব ক্বিবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,ইসলামিক ষ্টেজের বক্তাদের কখনও কখনও অতি রঞ্জিত ভাবে, অজানা অবস্থায় কিংবা আত্মাহারা হয়ে অনেক কিছু বলে ফেলেন। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম অনেক সময় বিভিন্ন কারণ বশতঃ তার প্রতিবাদ করতে পারেন না; কিন্তু হুযুর মুফতী-এ-আযামের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। হুযুরের সামনে কোন বক্তা ভুল বলে অতিক্রম করে যাবে এটা সম্ভব ছিল না। আমার নিজের জিন্দেগীতে দুইবার এরূপ ঘটেছিল। একবার উত্তর প্রদেশের কোন একটি এলাকায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি বলি,বদ নসীব মুসলমান আজ কাল রাত বারোটা পর্যন্ত সিনেমা দেখে এবং দিনের বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে । যখনই বলা হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে অসন্তুষ্ট হয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন,মৌলানা! আমি এই কথার সহমত নই যে,রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতেরা বদ নসীব হবে। আপনি তাদেরকে বদ নসীব না বলে অন্য কিছু বলুন।

একদা গয়া দেলাতে জালসার অনুষ্ঠানে হুযুরের উপস্থিতিতে ওয়াজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। রাতের ওয়াজে আমি বলে ছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরান শরীফে নুর শব্দ ইসতেমাল (ব্যবহার) করেছেন। ওই মূহূর্তে হুযুর আমায় কিছু বললেন না। কিন্তু পরের দিন যখন ঘুসির উদ্দেশ্যে হুযুরের সাথে রওনা হই তখন হুযুর ইরশাদ করলেন গত রাত্রে তুমি ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার জন্য আমলের ক্ষেত্রে ইসতেমাল শব্দটি ব্যবহার করেছো। কোরান ও হাদিসে কোথাও যদি এ শব্দ ব্যবহারের অনুমতী থাকে তাহলে

আমাকে জ্ঞাত করাও নতুবা এরূপ বলা নিষেধ। কিন্তু পনেরো বিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন আমি আমার সপক্ষে দলীল পাইনি। হুযুর যেটা বলেছিলেন সেটাই সঠিক ছিল। (তাজদিরে আহলে সুন্নাত ৭৬-৭৭পৃষ্ঠা) শরীয়াতের খেলাফ যদি কেও কাজ করত হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যক্তিত্বে পরোয়া না করে মুখের সামনে উত্তর দিতেন। একদা হুযুর বেনারস তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একজন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে আরামের ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাক্রমে ওই অবস্থায় মুফতী মুজিব আশরাফ সাহেব,ডঃ শাকিল আহমাদ সাহেব প্রমুখ হুযুরের যিয়ারতের জন্য আরাম স্থলে উপস্থিত হলেন। সালাম মুসাফাহ এখনও করতে পারেননি । ইতিমধ্যে গৃহ কর্তার এক পুত্র হুযুরের সঙ্গে মুসাফাহ করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় য়ে দাঁড়ি কেটে ছোট করে রেখেছিল। হঠাৎ হুযুরের দৃষ্টি তার চেহারার দিকে পড়তেই জালালীর মধ্যে এসে বার বার বলতে থাকেন-দাঁড়ি বোঝা ,দাঁড়ি বোঝা হয়ে গেছে। অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলে ভীত হয়ে যান। কারও সাহস হচ্ছিল না যে হুযুরের সামনে দন্ডায় মান হয়। বলার উদ্দেশ্য এটায় যে , বাড়ির কর্তা অর্থশালী হওয়া এবং তারই বাড়িতে হাজির থেকে হক্ব বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই তো এক শায়েরে ভাষায় এরূপ বলা যায়,

মুফতী-এ-আযাম বানকে দিখা না সব কী বাস কী বাত নেহী।।

মুফতী-এ-আযাম হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিন্দেগী খুবই পবিত্র ছিল। তিনি আক্বাইদ বিষয়ে কারও সাথে সমঝোতা করেননি। তিনি এটা দেখেননি যে তার ফাতওয়া হুকুমতের পক্ষে যাচ্ছে না বিপক্ষে। সারা বিষয়ে আল্লাহ ও রাসুল কে রাজি করার জন্য করতেন। খান্দানি মানসুবা বা ফ্যামিলি প্লানিং এর বিষয়ে যখন কঠোর ভাবে ভারতীয় গর্ভনর উঠে পরে লেগেছিল । একটির অধিক সন্তান রাখা আইনের লংঘন এবং এর জন্য পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে আওয়াজ তুলেছিল এবং তাদের সাথে সাথ দিয়ে অনেক দরবার নিজেদের ইমান কে দূর্বল করে ফেলেছিল সেই মূহূর্তে হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু তরবারী সমতূল্য কলম বজ্রের ন্যায় গর্জে উঠেছিল। হুযুর মুফতী-এ-আযাম

রাদিয়াল্লাহু আনহু কাওকে ছেড়ে কথা বলেননি। ফাতওয়াতে নাসবান্দি হারাম হারাম হারাম বলে ঘোষনা দিয়ে ছিলেন। দুনিয়াবাসী এই পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করেছিল যে যারা শরীয়তে বিরুদ্ধচারণ করে তাদের নাম নিশানা মিটে গেছে আর আল্লাহ ও রাসুলকে রাজির উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের জন্য হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহুর নাম আজও জীবিত রয়েছে।

তাক্বওয়া

হুযুর মুফতী-এ-আযাম একদা এক জায়গায় আমন্ত্রিত হন। যেখানে বসতে দেওয়া সন্নিকটে একটি ট্যাপ কল বসানো ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটি ছিল ভাঙ্গা। টপকে টপকে পানি পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ির মালিককে সেটা চটজলদি সারানোর কথা বলেন। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যখন সেটা ঠিক করা হলোনা। হুযুর মুফতী-এ-আযাম হিন্দ বাড়ির মালিক কে বললেন,আমি চলে যাচ্ছি কারণ এখনও নলটি ঠিক করানো হলো না। আর আমার পক্ষে স্বচক্ষে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত অপচয় হওয়া দেখা সম্ভব নয়। বাড়ির মালিক খুবই লজ্জিত হলেন। হুযুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেটা মেরামর করিয়ে দিলেন।

(ফায়জানে সুন্নাত ৮৮৩-৮৮৪ পৃষ্ঠ)

এক জন বর্ণনা করেন, মানযারে ইসলামে যখন পাঠ রত অবস্থায় ছিলাম তখন আমাদের এক সাথী মৌলান সিরাজ আহম্দ মাযার শরীফের সন্নিকটে নাত শরীফ পাঠ করছিলেন। কোন একজন হুযুরের নিকট খবর দিল যে,ছেলেরা হুযুর আলাহযরতের মাযারের সন্নিকটে গান করে। হুযুর এই শুনে রাগান্নিত হলেন, আর ছেলে দের উদ্দেশ্যে বললেন-ছেলেদের কে মানা করো তারা যেন মাযারের নিকট গান না করে। যখন ওই ব্যক্তি ছেলেদের নিকট এসে একথা বলে তখন মৌলানা সিরাজ বললেন, আমরা গান নয়,হুযুর আলা হযরতের লিখিত নাতে পাক পড়ছিলাম। এই কথা হুযুরের নিকট পৌঁছানো মাত্রই হুযুর শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা সিরাজ কে তলব

করলেন। সিরাজ সাহেব উপস্থিত হওয়া মাত্রই তার হাত ধরে হুযুর ইরশাদ করলেন,আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি নাত শরীফকে গান বলে ফেলেছি। আমি তওবা করছি এবং তোমার কাছে মাফ চায়ছি । এই ছিল হুযুর মুফতী-এ-আযামের তাকওয়া।

বারগাহে রিসালাতের প্রতি আদাবঃ-

হুযুর মুফতী-এ-আযাম প্রদত্ত ফাতওয়ার মধ্যেও বারগাহে রিসালাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল অসাধারণ। সিরাজুল আরেফিন হযরাত আল্লামা আসি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,তিনি নিজের নামের পূর্বে মুহাম্মাদ শব্দ ব্যবহার করেতেন বরকাতের উদ্দেশ্যে। এর প্রতি হুযুর মুফতী-এ-আযামের দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। হুযুর সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলেন,এই স্থলে ইসমে রিসালাত ব্যবহার সঠিক নয়। আল্লামা সাহেব বলেন,হুযুর তাহলে মুহাম্মাদ আব্দুল হাই -এর জন্য কি হুকুম রয়েছে? হুযুর ইরশাদ করেন,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আব্দুল হাই সে কারণে আব্দুল হাইয়ের পূর্বে নামে রিসালাৎ ব্যবহার বৈধ,কিন্তু গোলাম আসির পূর্বে বৈধ হবে না কারণ তিনি গোলাম আসি নন। যিনি সূক্ষ বিষয়েও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সম্মান ও আদবের খেয়াল রাখেন ,তিনি যে প্রকৃতও আশেকে রসুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওফাত ও জানাযা

-তাজদারে আহলে সুন্নাত,তাজে বেলায়াৎ ওয়া কারামাত হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৪ ই মহরম ১৯৮১ সনে রাত্রি ১ টা বেজে ৪০ মিনিটে দুনিয়া হতে বিদায় নেন। (ইন্টারনেট হতে সংগৃহিত)

যাঁরা যাঁরা গোসল দিয়েছিলেন

শুক্রবার ১৫ ই মহরম সকাল ৮ ঘটিকায় হুযুরের শেষ গোসল দেওয়া সময় স্থির হয়। তাঁর নাতি হযরাত মৌলানা রাইহান রাজা সাহেব ওজু কার্য সমাধা করেন এবং যে সকল ব্যক্তিত্ব গোসলে উপস্থিত ছিলেন,তাঁরা হলেনঃ-

১.হযরাত মৌলানা রাইহানে মিল্লাত রাইহান রেযা সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. তাজুশ্‌শরীয়া হযরাত আল্লামা মুফতী আখতার রেযা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. সৈয়াদ মুশ্‌তাক আলি
৪. মৌলানা সৈয়াদ মুহাম্মাদ হুসাইন
৫. সৈয়াদ সাইফ সাহাব,
৬. মৌলানা নইমুল্লাহ সাহেব,
৭. মৌলানা আব্দুল হামিদ পাল্মার,
৮. মোহাম্মাদ ইসা মরিশিশ,
৯. আলি হোসাইন সাহেব,
১০. হাজী আব্দুল গাফ্‌ফার ,
১১. ক্বারী আমানত রাসুল সাহেব।

(রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন)

গোসল দেওয়ার সময় কারামাত

নির্ধারিত সময়ে হযরত রাইহান রেযা সাহেব এবং তাজুশ্‌শরীয়া গোসল দেওয়া শুরু করেন। কোন কারণ বশতঃ চাদরের সামান্য অংশ হাঁটুর উপরে উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হুযুর মুফতী আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা চাদরকেনামিয়ে হাঁটু মোবারক ঢেকে ফেলেন। ওফাতের পরও হুযুরের এই কারামাত দ্বারা এটাই প্রমাণ হয়,আল্লাহর ওলীরা ওফাতের পরও জীবিত থাকেন।

হুযুর মুফতী-এ-আযাম হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা হযরাত মৌলানা, মুফতী,আলহাজ্জ সৈয়াদ মুখতার আশরাফ সাহেব ক্বীবলা আশরাফী জিলানী পড়িয়েছিলেন কারণ হুযুর তামান্না করতেন যেন তার জানাযা কোন সৈয়াদ পড়ান। (জাহানে হুযুর মুফতী-এ-আযাম ২৬৬ পৃষ্ঠা) প্রচলিত বর্ণনা অনুযায়ী হুযুরের জানাযায় কমবেশী ২৫ লক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছিল।

হুযুর মুফতী-এ-আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

জন্ম লগ্নঃ- ২২শে জিলহজ্জ ১৩১০/৭ই জুলাই ১৮৯৩
মুর্শিদ নুরীর পক্ষ হতে আবুল বরকাত মহিউদ্দিন নামকরণঃ ২২ জিল হাজ্জ ১৩১০ /৭ই জুলাই ১৮৯৩
মুহাম্মাদ নামে আক্বীকাঃ ২৭ জিল হাজ্জ ১৩১০ হি/১১ জুলাই ১৮৯৩
হযরত শাহ আবুল হাসান আহমাদ নুরী হাতে বায়েত ও সকল সিলসিলার ইজাজাত ও খিলাফাত ২৫ জামাদিল আখির ১৩১১/১৮৯৩
মুর্শিদ নুরী হতে গর্ভজাত ওলী হওয়ার ঘোষণা রজব ১৩১১/১৮৯৩
বিসমিল্লাহ খানী ১৩১৪ /১৮৯৭
সকল উলুম ও ফুনুন হতে ফারাগাত ১৩২৭/১৯১০
দারস ও তাদরিসের সূত্রপাত ১৩২৭/১৯১০
রাদ্দায়াতের মাসলা ও আলা হাযরাতের সঠিককরণ ১৩২৭/১৯১০
জামায়াতে রাজায়ে মুস্তাফার ভিত্তি ১৩৩৬/১৯১১
ইসতেমদাদের উপর হাশিয়া ও সম্পূর্ণতা হতে ফারাগাত ১৩৩৮/১৯১৮
দেশ হতে বিতারণ যুদ্ধ কঠোর প্রতিবাদ ১৩৩৯/১৯২০
দারুল কাজা শরয়ী মারকায বেরেলীর মুফতী নির্বাচন ১৩৩৯ শাবান / ১৯২০
সম্মানিত পিতা আলাহযরাতের ওফাত ২৫সফর ১৩৪০/২৮ অক্টোবর ১৯২১
পিতা ওফাতের পর সব রকম দায়িত্বভার ২৬ সফর ১৩৪০ /২৯ অক্টোবর ১৯২১
শুদ্ধি আন্দোলন ও ৫ লক্ষ মুরতাদের ইসলাম গ্রহন ১৩৪২/১৯২৩
মুসলিম রাজপুতের ইসলাহের উদেদেশ্যে দীর্ঘ ১১ মাস বাড়ির বাইরে গমন ১৩৪২/১৯২৩

তাবলীগ ইসলামের জন্য একটি দল উড়িষ্যায় প্রেরণ ১৩৪৩/১৯২৪
শাহ ফদল হাসাম সাবিরী দবদবার সেকেন্দারী র তাঁর খিদমতের নোট ১৩২৪ /১৯২৫
একমাত্র সন্তান মুহাম্মাদ আনওয়ার রেজার জন্ম জামাদিল আখির ১৩৫০ / ১৯৩১
মাসজিদে শাহিদ গঞ্জ লাহোরের মুজাহিদানা ফতওয়া ২৭ রবিউল আখির ১৩৫৪ /২৯জুলাই ১৯৩৫
একমাত্র সন্তান আনওয়ার রেজার ইনতেকাল ১৩৫৪/১৯৩৫
ইনায়াতুল্লাহ মাশরিকী প্রতিবাদে ফতওয়া ১৩৫৬/১৯৩৭
ওফাতঃ-১৯৮১ ।

সহযোগী গ্রন্থপঞ্জি

১.জাহানে মুফতী-এ-আযাম
২.মুফতী-এ-আযাম হিন্দ কি কারামাত
৩. মুফতী-এ-আযাম ইত্যাদি

শাজরা আলিয়া কাদিরীয়া রাজাবীয়া নুরীয়া

ইয়া ইলাহী রহম ফরমা মুসতাফা কে ওয়াস্তে,
ইয়া রাসুলাল্লাহ করম কিজীয়ে খোদাকে ওয়াস্তে।
মুশকিলে হার কার শাহে মুশকিল কুশা কে ওয়াস্তে,
কারবালায়ে রাদ শাহিদে কারবালা কে ওয়াস্তে ।
সাইয়ে সাজ্জাদ কে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে,
ইলমে হাক্ব দে বাকিরে ইলমে হুদা কে ওয়াস্তে ।
সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কার,
বে গাদাবে রাদি হো কাযিম আওর রেজা কে ওয়াস্তে।
বাহরে মারুফ ও সেরী মারুফ দে বাখুদ সারি
জুনদে হাক্ব মে গিন জুনাইদে বা সাফা কে ওয়াস্তে।
বাহরে শিবলি শেরে হাক্ব দুনিয়া কে কুত্তো সে বাচা,
এক কা রাখ আবদে ওয়াহিদ বে রিয়া কে ওয়াস্তে।
বুল ফারাহ কা সাদক্বা কার গামকো ফারাহ দে হুসন ও সাআদ,
বুল হাসান আওর বু সাইদ সাআদ জা কে ওয়াস্তে ।
ক্বাদিরী কার ক্বাদিরী রাখ ক্বাদিরীও মে উঠা,
ক্বাদরে আব্দুল ক্বাদির ক্বুদরত নুমা কে ওয়াস্তে।
আহসানাল্লাহু লাহু রিযকান্ সে দে রিযকে হাসান,
বান্দাহে রাজ্জাক তাজুল আসফিয়া কে ওয়াস্তে।
নাসরাবি সালেহ কা সাদক্বা সালেহ ওয়া মানসুর রাখ।
দে হায়াতে দেএ মুহিয়ই জা ফাযা কে ওয়াস্তে।
তুরে ইরফান ও উলু ও হামদ্ ও হুসনা বাহা ,
দে আলি মুসা হাসান আহমাদ বাহা কে ওয়াস্তে।

বাহারে ইব্রাহীম মুঝ পার নার গাম গুলযার কার,
ভিক দে দাতা ভিখারী বাদশাহ্ কে ওয়াস্তে।
খানায়ে দিল কো দিয়া দে রুয়ে ইমান কো জামাল,
শাহে দিয়া মাওলা জামালুল আওলিয়া কে ওয়াস্তে।
দে মুহাম্মাদ কে লিয়ে রুজি কার আহ্মাদ কে লিয়ে,
খোয়ানে ফাদলুল্লাহ সে হিস্সা গাদা কে ওয়াস্তে।
দিন ও দুনিয়া কী মুঝে বারকাত দে বারকাত সে।
ইশ্কে হাক্ব দে ইশক্বি ইনতেমা কে ওয়াস্তে।
হুব্বে আহলে বায়েত দে আলে মুহাম্মাদ কে লিয়ে,
কার শাহিদে ইশকে হামযায়ে পেশওয়া কে ওয়াস্তে।
দিল কো আছ্ছা তান কো সুথ্রা জান কো পুর নুর কার,
আচ্ছে পিয়ারে শাম্সুদ্দিন বাদরুল উলা কে ওয়াস্তে।
দো জাহা মে খাদিমে আলে রাসুলুল্লাহ কার ,
হাযরাত আলে রাসুলে মুক্বতাদা কে ওয়াস্তে।
নুরে জান ও নুরে ঈমান নুরে কাবর ও হাশর দে,
বুল হুসাইন আহ্মাদ নুরী লেকা কে ওয়াস্তে।
কার আতা আহ্মাদ রেয়ায়ে আহ্মাদে মুরসাল মুঝে,
মেরে মাওলা হাযরাতে আহ্মাদ রেযা কে ওয়াস্তে।
ইয়া খোদা কার গাওসে আযাম আযাম কে গোলামো মে কবুল,
হাম শাবিহে গাওসে আযাম মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
সায়ায়ে জুমলা মাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পার র‍্যাহে,
রাহাম ফারমা আলে রাহমা মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
বাহরে হাযরাত মুস্তাফা হায়দার হাসান,
হাসান ও সাফওয়াত কার আতা উনকে গাদা কে ওয়াস্তে।

ইয়া ইলাহী হো রাযায়ে মুস্তাফা হাম কো নাসিব,
সালিকে রাহে রাযা খালিদ রেযা কে ওয়াস্তে।
দোনো আলাম মে জামালে ক্বাদরী কো সাদ রাখ,
ইয়া ইলাহী মুস্তাফা ইবনে রাযা কে ওয়াস্তে।

দরুদে মুফতীয়ে আযাম

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ اٰلِهٖ اَبَدَالدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا

উচ্চারণঃ-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,ওয়া আলা যাবিহী ওয়া আলিহী আবাদাদ্ দুহুরে ওয়া কার্‌রামা।

সালাম

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম,
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম ।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম ,
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদিক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লাআলে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গেয়ী দাম মে দাম আগেয়া,
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিস্ সুহানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোকে আক্বাপে বেহাদ দরুদ,
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুকী,
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,
উস কী নাফিয হুকুমাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার ,
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখোঁ সালাম।
মুঝসে খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা ,
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম।

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্লিদায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।
২২. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড
২৩. হুযুর মুফতী-এ-আযাম